প্রথম আলো

28 MAY 2017

এসডিজি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মতবিনিময়

তরুণদের মনে কত প্রশ্ন

বিশেষ প্রতিনিধি ●

তরুণেরা সবকিছু জানতে চান। সরকার টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন কর্মসূচিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করছে, এ নিয়ে তাঁদের মাথায় নানা প্রশ্ন। এসব প্রশ্নে তাঁদের চৌকস কৌতূহলী মনের পরিচয় বহন করছে।

গতকাল শনিবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের করবী হলে 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে তরুণ নেতৃত্বের ভূমিকা' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় তরুণেরা বিশিষ্টজনদের কাছে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) এই মতবিনিময়ের আয়োজন করে। রাজধানীর কিছু বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ জনের মতো শিক্ষার্থী এতে অংশ নেন।

প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক উপদেষ্টা গওহর রিজভীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী প্রশ্ন করলেন, এসডিজিতে হিজড়াদের সরকার কীভাবে সম্পৃক্ত করবে? রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার কাছে এক স্কুলছাত্রের প্রশ্ন ছিল, রেওয়াজ করার সময় পাশের বাসা থেকে আপত্তি আসে, কী করণীয়? সংগীতশিল্পী মেহরীন মাহমুদের কাছে এক শিক্ষার্থীর অভিযোগ, 'আমার ভালো উদ্যোগের বাধা আসে বাসা থেকে। কী করা যায়?' অন্য এক শিক্ষার্থী শিক্ষাবিদ মুহম্মদ জাফর ইকবালকে উদ্দেশ করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না পারা বেকার যুবকদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে কীভাবে সম্পৃক্ত করা যায়। এই চার বিশিষ্টজনকে শিক্ষার্থীরা আরও অনেক প্রশ্ন করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জিআইইউর মহাপরিচালক আবদুল হালিম বলেন, এর আগে এসডিজি বিষয়ে বুদ্ধিজীবী ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বদের নিয়ে অনুষ্ঠান করা হয়েছে। তরুণেরা এসডিজি অর্জনে বড় ভূমিকা রাখবেন। তরুণদের ভাবনা জানার জন্য এই অনুষ্ঠান।

'অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন' নিয়ে গওহর রিজভী বলেন, বৈষম্যহীনভাবে যদি উন্নয়ন হয়, সেই উন্নয়ন দ্রুততর ও টেকসই হয়। এসডিজি অর্জন তখনই সম্ভব, যখন সবার জন্য সমান ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে। এখনই হয়তো সবার জন্য সমান ক্ষেত্র সৃষ্টি করা সম্ভব না। তবে নারী বা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী বা অঞ্চলের জন্য সহায়ক পদক্ষেপ নিতে হবে। কিছু ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতিও গ্রহণযোগ্য।

এসডিজি অর্জনে 'সংস্কৃতিচর্চা এবং সামাজিক সুস্থতা' নিয়ে তরুণদের উদ্দেশে কথা বলেন রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। তিনি বলেন, 'আত্মকেন্দ্রিকতা মানুষ হিসেবে আমাদের দুর্বল করে দিচ্ছে। সংঘবদ্ধ থাকলে, দলে কাজ করলে সমঝোতার সম্পর্ক তৈরি হয়। একসঙ্গে কাজ করলে অন্যের ব্যাপারে দায়বদ্ধতা তৈরি হয়। নাটক, দলগতভাবে সংগীতচর্চা এসব গুণাবলি তৈরি করে।' তিনি বলেন, টেকসই উন্নয়নের জন্য দেশে ভালো মানুষ দরকার। তরুণেরা সেই অভাব পূরণ করতে পারবেন।

'মানসম্মত শিক্ষা' বিষয়ে মতামত দেন শিক্ষাবিদ মুহম্মদ জাফর ইকবাল। তিনি তরুণদের প্রশ্ন করারই সুযোগ দেন বেশি। লেখাপড়ায় ভালো এমন শিক্ষার্থীদের বিদেশে যাওয়া ও থাকার প্রবণতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমাদের ব্যর্থতা যে আমরা তাদের দেশে থাকার ব্যাপারে শেখাতে পারিনি।'

'উন্নয়ন ও তরুণ নেতৃত্ব' বিষয়ে বক্তব্য দিয়ে মতামত অনুষ্ঠান শুরু করেছিলেন শিল্পী মেহরীন মাহমুদ। তিনি বলেন, 'তোমাদের ভেতরে সুন্দর কিছু না থাকলে তোমার জীবনের কোনো কিছুই টেকসই হবে না।'

আয়োজক সংস্থার পরিচালক (ইনোভেশন) ইসরাত মাহমুদার পরিচালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব সুরাইয়া বেগম। এতে মূল উপস্থাপনায় জিআইইউর পরিচালক দেবব্রত চক্রবর্তী বলেন, এসডিজি অর্জনে তরুণদের ভূমিকার কথা জাতিসংঘ গুরুত্ব দিয়ে বলেছে। ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ২০টিতে সরাসরি তরুণদের কথা বলা হয়েছে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর